============  
  
১। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্ বলছেন আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু নাসর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান বিন হামেদ বিন হারুন বিন ‘আব্দুল জাব্বার আল-বুখারী রহিমাহুল্লাহ্ যিনি ইবনুন নায়াযিকী নামে অধিক পরিচিত- তার নিকট হাদীস পাঠ করা হয়েছে, তিনি তা অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি তিনশত সত্তর হিজরীর সফর মাসে হজ্ব সমাপন করে সফর মাসে আমাদের নিকট এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন জালীল বিন খালেদ বিন হুরাইছ আল-বুখারী আল-কিরমানী আল-আবব্বাসীইয়ু আল-বাযযার (তিনশত বাইশ হিজরীতে), তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ বিন আহনাফ আল-যু’ফী আল-বুখারী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু ওয়ালীদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন শু‘বাহ, তিনি বলেন,ওয়ালীদ বিন আয়যার আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু ‘আমর শায়বানী হতে শুনেছি, তিনি বলছেন আমাদের এ বাড়ির মালিক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- এ বলে তিনি ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাড়িটির দিকে ইশারা করলেন-‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বলেন: ওয়াক্ত মত নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন: পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন: আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি আরও জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরও বলতেন।

============  
  
২। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আদম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন শু‘বাহ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ই'য়ালা বিন 'আত্মা, তিনি তার পিতা হতে তিনি ‘আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর হতে। ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, (কারও প্রতি তার) পিতা সন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার পিতা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও অসন্তুষ্ট থাকেন।

============  
  
৩। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু ‘আসেম, তিনি বাহ্য বিন হাকীম হতে, তিনি তার পিতা (বাহা) হতে তিনি তার দাদা (হাকীম) হতে, আমি (হাকীম) বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সদ্ব্যবহার পেতে কে অগ্রগণ্য? তিনি বলেন: তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন: তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন: তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন: তোমার পিতা, তারপর ক্রমান্বয়ে আত্মীয়ের সম্পর্কের নিকটত্বের ভিত্তিতে।

============  
  
৪। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সা'ঈদ বিন আবি মারয়াম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর বিন আবি কাছীর, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়েদ বিন আসলাম তিনি ‘আত্বা ইবনে ইয়াসার হতে তিনি ইবনে ‘আব্বাস হতে। এক ব্যক্তি ইবনে ‘আব্বাসের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহ্র নিকট তওবা কর এবং যথাসাধ্য তাঁর নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। ‘আত্বা রহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কিনা তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নাই।

============  
  
৫। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন হারব, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন উহাইব বিন খালেদ, তিনি ইবনে শুবরামাহ হতে, তিনি বলেন, আমি আবু যুর'আহ হতে শুনেছি, তিনি আবু হুয়ারাহ হতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সদাচার প্রাপ্তির অগ্রগণ্য ব্যক্তি কে? তিনি বলেন: তোমার মা। তিনি বলেন, তারপর কে? তিনি বলেন: তোমার মা। তিনি বলেন, তারপর কে? তিনি বলেন: তোমার মা। তিনি বলেন, তারপর কে? তিনি বলেন: তোমার পিতা।

============  
  
৬। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন বিশর বিন মুহাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ‘আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু যুর'আহ, তিনি আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে। এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? তিনি বলেন: তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে একই কথা বললে তিনি বলেন: তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পুনরায় একই কথা বললে তিনি বলেন: তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: তোমার পিতার সাথে সদাচার করবে।

============  
  
৭। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ, তিনি সালামাহ এর পুত্র, তিনি সুলাইমান আত-তাইমী হতে তিনি সা'ঈদ আল-কাইসী হতে তিনি ইবনে 'আব্বাস হতে। ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যে কোন মুসলমানের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাদের খোঁজ-খবর নিলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেন এবং তাদের একজন থাকলে একটি দরজা। সে তাদের কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো, তারা তার উপর জুলুম করে থাকলে? তিনি বলেন, তারা তার উপর যুলুম করলেও।

============  
  
৮। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাস, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করছেন ইসমা'ঈল বিন ইবরাহীম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করছেন যিয়াদ বিন মিখরাক্ক, তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ত্বায়লাসাহ বিন মাইয়াস। ত্বায়সালাহ বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপ কাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি তা ইবনে ‘উমার রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি : (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা, (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন, (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো, (৫) সুদ খাওয়া, (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা, (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে ‘উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ্ শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণ-পোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো।

============  
  
৯। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন কাবীসাহ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সুয়ান, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেন সুহাইল বিন আবি সালেহ, তিনি তার পিতা হতে তিনি আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলে তবেই তার প্রতিদান হতে পারে।

============  
  
১০। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আদম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন শু‘বাহ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সা‘ঈদ বিন আবি বুরদাহ, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবু বুরদাকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আবু বুরদাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তিনি ইবনে ‘উমার রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, “আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য- আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি।” অত:পর সে ইবনে ‘উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলল, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র! প্রতি দুই রাকাআত নামায পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা।

============  
  
১১। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু নুয়াইম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সু্যান, তিনি ‘আত্বা ইবনে সায়েব হতে তিনি তার পিতা হতে, তিনি ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর হতে। ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়'আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে কান্নারত অবস্থায় ত্যাগ করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বলেন: তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছো তেমনি তাদের মুখে গিয়ে হাসি ফুটাও।

============  
  
১২। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ‘আব্দুর রহমান বিন শায়বাহ তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবি ফুদাইক, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মূসা, আবি হাযেম হতে, এই মর্মে যে, তাকে আবু ত্বালিব কন্যা উম্মে হানী রযিয়াল্লহু ‘আনহার মুক্তদাস আবু মুররা অবহিত করেন যে, তিনি আকীক্ব নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে তাঁর খামার বাড়িতে একই বাহনে চড়ে গমন করেন। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন, ‘আলাইকিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইয়া উম্মাতাহ্। অর্থ: হে মা, আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। তার মা বলেন, ওয়া 'আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অর্থ তোমার উপরও আল্লাহর পক্ষ হতে সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আবার আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রহিমাকিল্লাহু কামা রব্বায়তানী সাগীরা। অর্থ: আল্লাহর তোমার উপর রহম করুন যেমন তুমি আমাকে ছোটবেলায় রহম করেছিলে। তার মা বলেন, ইয়া বুনাইয়া ওয়া আনতা জাযাকাল্লাহু খায়রান ওয়া রাদিয়া আনকা কামা বারারতানী কাবীরা। অর্থ হে ছেলে। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান করুন এবং তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন যেমনটি তুমি আমার বৃদ্ধাবস্থায় আমার সাথে উত্তম আচরণ করছো। মূসা বলেন,আবু হুরাইরাহর নাম ছিল ‘আব্দুল্লাহ বিন 'আমর।

============  
  
১৩। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন বিশর বিন ফাযল, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন জুরায়রী, তিনি ‘আব্দুর রহমান বিন আবী বাকরাহ হতে। আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি কি তোমাদেরকে কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মকগুলো সম্পর্কে অবহিত করবো না? কথাটি তিনি তিন বার বলেন। সাহাবাগণ বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন: আল্লাহ্র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ। তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বলেন: এবং মিথ্যা বলা। তিনি এ কথাটি বার বার বলছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, আহা! তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন।

============  
  
১৪। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ‘উয়াইনাহ বিন ‘আব্দুর রহমান, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু বাকরাহ হতে, আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধের শাস্তি অন্যান্য পাপের চেয়ে দ্রুত অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। পরকালের শাস্তি তো আছেই।

============  
  
১৫। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান বিন বিশর, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন হাকাম বিন ‘আব্দুল মালিক, তিনি ক্বাতাদাহ হতে তিনি হাসান হতে তিনি ‘ইমরান বিন হুসাইন হতে। ‘ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা ব্যভিচার, মদ্যপান ও চুরি সম্পর্কে কি বলো? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন: এগুলো জঘন্য পাপাচার এবং এগুলোর জন্য ভীষণ শাস্তি অবধারিত আছে। আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? মহান আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যচারী হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলেন: এবং মিথ্যাচার।

============  
  
১৬। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সালাম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন জারীর, তিনি ‘আব্দুল মালিক বিন ‘উমাইর হতে, তিনি ওররাদ হতে, যিনি মুগীরাহ ইবনে শো'বাহ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুর সচিব ছিলেন, মুয়াবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু মুগীরাহকে পত্র লিখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তুমি যা শুনেছো তা আমাকে লিখে পাঠাও। ওয়াররাদ বলেন, মুগীরাহ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু আমার দ্বারাই লিখালেন এবং আমি স্বহস্তে লিখলাম। আমি তাঁকে “বেশী যাঞ্চা করতে, অর্থের অপচয় করতে এবং গুজবে কান দিতে নিষেধ করতে শুনেছি।”

============  
  
১৭। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ‘আমর বিন মারযুক, তিনি বলেন আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি কাসেম বিন আবি বাযযাহ হতে, তিনি আবু তুফাইল হতে। আবু তোফাইল রহিমাহুল্লাহ্ বলেন, 'আলী রাযিয়াল্লাহু 'আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কোন বিশেষ ব্যাপার আপনাকে বলেছেন, যা সর্ব সাধারণকে বলেননি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা একান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অত:পর তিনি একখানি লিপি বের করলেন। তাতে লেখা ছিল : যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপর কারও নামে পশু জবাই করে তার প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ। যে ব্যক্তি বেদাতীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।

============  
  
১৮। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ‘আযীয, তিনি বলেন, আমি রামলায় সাক্ষাত করার সময় আমাদের হাদীস বর্ণনা করেন ‘আব্দুল মালিক বিন খাত্তাব বিন ‘উবায়দুল্লাহ বিন আবি বাকরাহ আল বাসরী, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন রাশেদ বিন আবু মুহাম্মাদ, তিনি শাহর বিন হাওশাব হতে, তিনি উম্মে দারদা হতে, আবু দারদার সূত্রে। আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নয়টি ব্যাপারে ওসিয়াত করেছেন: (১) আল্লাহ্র সাথে কিছু শরীক কর না, যদিও টুকরো টুকরো করে তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ কর না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (৩) মদ্যপান কর না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি। (৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে। (৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখো যে, তুমিই ন্যায্য পথে। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কর না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে। (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় কর। (৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না। এবং (৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহ্ ভয় জাগ্রত রাখবে।

============  
  
১৯। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন কাছীর তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফান, 'আত্বা বিন সায়েব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর হতে। ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি হিজরত করার জন্য আমার পিতা-মাতাকে কান্নারত রেখে আপনার নিকট বায়'আত হতে এসেছি। তিনি বলেন: তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছো সেভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাও।

============  
  
২০। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ‘আলী বিন জাআদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন শু‘বাহ তিনি হাবীব বিন আবি ছাবিত হতে তিনি বলেন, আমি আবুল ‘আব্বাস আল-আমা হতে ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর এর সূত্রে শুনেছি। ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি জিহাদে যাত্রার উদ্দেশ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন: তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন: যাও, তাদের মধ্যে (সেবা যত্নের) জিহাদে প্রবৃত্ত হও।

============  
  
২১। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন খালেদ বিন মাখলাদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন বিলাল, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সুহাইল, তিনি তার পিতা হতে, আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহুর সূত্রে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তার নাক ধূলিমলিন হোক। তার নাক ধূলিমলিন হোক!! তার নাক ধূলিমলিন হোক!!! সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ। কার নাক? তিনি বলেন: যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ সে দোযখে গেল।

============  
  
২২। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেন আসবাগ বিন ফারজ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু ওহাব, তিনি ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব হতে, তিনি যাব্বান বিন ফায়েদ হতে, তিনি সাহল বিন মু'য়ায হতে, তিনি তার পিতা মু‘য়ায হতে। মু'আয রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করল তার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করেন। দূর্বল। সিলসিলাহ য'ঈফাহ ৪৫৬৭। আল-বির ওয়াস সিলাহ লিইবনিল জাওযী ১৯, মুসতাদরাকে হাকিম ৪/১৫৪, য'ঈফ আল-জামে' লিলআলবানী ৫৫০২। সনদে যাব্বান বিন ফায়েদ

============  
  
২৩। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক্ব, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ‘আলী বিন হুসাইন, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করছেন আমার পিতা, ইয়াযীদ নাহবী হতে তিনি ‘ইকরিমাহ হতে তিনি ইবনে ‘আব্বাস হতে। ইবনে ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী: “তোমার জীবদ্দশায় তাদের কোন একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও বলো না,... যেমন তারা তোমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে।”(সূরা ইসরা ২৩,২৪) উক্ত আয়াত “মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও ঈমানদারদের জন্য শোভনীয় নয়, যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়, তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পরও যে, তারা দোযখবাসী” (সূরা তাওবাহ:১১৩) এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

============  
  
২৪। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসরাইল, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সিমাক, তিনি মুস'আব বিন সা'দ হতে তিনি তার পিতা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমার সম্পর্কে আল্লাহ্র কিতাবের চারটি আয়াত নাযিল হয়। (১) আমার মা শপথ করেন যে, আমি যতক্ষণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্যাগ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। এ প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেন: “পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে।” (সূরা লুকমান: ১৫) (২) একখানি তরবারি আমার পছন্দ হলে আমি তা গ্রহণ করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এটা দান করুন। তখন নাযিল হলো, “লোকে আপনার নিকট যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।” (সূরা আনফাল:১) (৩) আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার সম্পদ বণ্টন করে দিতে চাই। আমি কি আমার অর্ধেক সম্পত্তি সম্পর্কে ওসিয়ত করবো? তিনি বলেন: না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি নিরুত্তর থাকলেন। শেষে এক- তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করা বৈধ করা হয়। (৪) আমি কতক আনসারীর সাথে মদপান করি। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি উটের নীচের চোয়ালের হাড় আমার নাকের উপর ছুঁড়ে মারে। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে মহামহিম আল্লাহ মদ্যপান হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন।

============  
  
২৫। আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সালাম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মাখলাদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে জুরাইজ, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন হারিছ বিন সুফ্যান হতে বলতে শুনেছি যে, ‘উরওয়াহ বিন ‘ইয়ায তাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর বিন আসকে বলতে শুনেছেন; পিতা-মাতাকে গালি শুনানো আল্লাহ্র নিকট একটি কবীরা গুনাহ।